দীপ জ্বেলে যাই.....

রনজিৎ বাওয়ালী

রনজিৎ বাওয়ালী (৬৫), পেশায় কৃষিকাজের সাথে জড়িত। যশোরের অভয়নগর-এর ডুমুরতলা গ্রামের অধিবাসী। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন তিনি, বলা যায় স্বশিক্ষিত। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামে থেকেও তিনি যুক্তিবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত। প্রত্যন্ত অঞ্চলের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষের মধ্যে যুক্তিবোধের আলো ছড়িয়ে দিতে, চেতনা মুক্তির জন্য তিনি সুদীর্ঘ সময় ধরে নিজের মনে লেখালেখি করে চলছেন; লিখেছেন কবিতা, ছড়া, গান, প্রবন্ধ সহ আরোও অনেক কিছু। বাঙলাদেশের একটি যুক্তিবাদী সংগঠনের সাথে পরিচয়ের সুবাদে শ্রদ্ধেয় রনজিৎ বাওয়ালী'র হাতে লেখা এ সকলের কিছু ফটোকপি সদ্য আমার সংগ্রহে এসেছে। রনজিৎ বাওয়ালীর লেখা'র বাছাইকৃত কিছু অংশের অনুলিখন আমি মাঝে মাঝে আন্তর্জালের পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করবো। এ বিষয়ে পাঠকদের যে কোনো ধরনের মতামত/ মন্তব্য সানন্দে আমাকে জানাতে পারেন। ধন্যবাদ।

- অনন্ত বিজয়। যোগাযোগ : **ananta_atheist@yahoo.com** ।

****

পর্ব -১

সকল ধর্ম ত্যাজ্য করি
কর পিতামাতার ভজনা।
মুর্তিপূঁজা বেদে মানা
তুমি কি তা জান না॥

মুর্তিপূঁজা করে যে জন নায়
সে জন গো খোর হয়।
পস্টভাবে লেখা আছে বেদেরী পাতায়
তারে অধমের অধম কয়
বেদটা খুলে দেখ না॥

পাক কোরানে কয়- ভজ পিতামাতার পায়
নেক নজরে দেখলে তারে হজ্বেরই ফল হয়।
যদি পিতামাতার দয়া হয়
হজ্বনামাজ তার লাগে না॥

অধম রনজিত ভেবে কয়
তোরা যারা আনলো দুনিয়ায়
জননী জন্ম ভূমি গরিয়সী মায়
পিতাহি পরম অন্তে, উপায়।

তার চেয়ে কেউ শ্রেষ্ট নয়।

—— **রচিত : ১৫/০৩/২০০৩**

প্রেম জ্বালাতে জ্বলে মরি বিনোদিনী রাই
জ্বালার জ্বালায় কদমতলায় বাঁশরী বাজাই॥

ওযে এমনি মজার কল ঝরে চোখে জল
আহার লোভে খুঁজে মরে বোকা মাছের দল।
মানে নারে ঝোপ-জঙ্গল সদাই খোঁজে আহার কই।

প্রেমে মজনু পাগল হয় লাইলীকে সে পায়
বারো বছর চন্ডীদাস ঘাটে বাঁশী বায়
মরে একমরনে তারা দুজনায়
কেউতো কারো ছাড়ে নাই॥

একদিন পড়ে ঐকলে কৃষ্ণ কালি জঙ্গলে
সোনার বাঁশি ত্যাজ্য করে শীব শ্মশানে চলে
গান বাজায় ভোম ব্যোবম বলে
গাজা খেয়ে ছাড়ছে হাই॥

প্রেম করে অমর হলো বিনোদিনী রাই
নকশী কাঁথায় সাজুর কান্না আজও শুনতে পাই
রনজিত বলে আর ভাবনা নাই
মুক্তপ্রেমে চলো যাই॥

—— **রচিত : ৭/০৬/২০০২**

বিশ্বের দ্বারে দ্বারে
সবারি অন্তরে
চিরদিন রবে (থাকবে) স্মৃতি ধরে
তাই মনে পড়ে বারে বারে॥

কপতক্ষেরি কুলে কুলে
ভরা ফুলে ফুলে
সুধা থেকে মেটে ক্ষুধা জলে
সাজায় কথার কলি
দাঁড়ায়ে তীরে॥

রাখিল অমৃত বারি
মানুষের হৃদয়ে
মধু তুলিতে অলি ধায় বনান্তরে
পান করে মধুকর আকন্ঠ ভরে॥

ছয় আট পদের করি রচনা
তুলনা নাই কারো বিশ্বে একজনা
মধুসুদন মহাকবি মধুময় সংসারে॥

—— **রচিত : ১৩/০১/২০০৪**

সৃষ্টি নয়রে হাতের পুতুল প্রকৃতিরও দান
গড়ে বিবর্তনে এই পৃথিবী মৌলিক পাঁচটি উপাদান।

ক্ষিতি শব্দে বুঝায় মাটি কারও বাপের গড়া নয়
সব মানুষে সমান পাবে ইতিহাসে কয়
ফাঁকিবাজি শাস্ত্রের পাতায় কত সাজায় ভগবান।

অপকথাতে জলটা বুঝি যাতাযাতি নাই
বিশ্বভরে এককলেতে মুখ লাগাইয়া খাই
জল থেকে জীব জগতটা পাই বলছে বিজ্ঞান।

গ্রহের রাজা মহাতেজা আলো জোগায় ঘরে
সূর্য রশ্মি না মিলে জীব কুল যাবে মরে।
মহাশূণ্যে গ্রহ ঘোরে দেয় ভূগোলের সন্ধান॥

মরুৎ শব্দে বুঝি বাতাস বাঁচায় জীবের প্রাণ
যায়না কার জাতকূলমান হয়না অপমান।
রনজিৎ বলে লও বিজ্ঞানের জ্ঞান পাবে মুক্তির সন্ধান॥

—— **রচিত : ১০/০৭/২০০৪**